একটি পাখীর গল্প ও আমরা !

রফিক হক

দেখুনতো, পাখীটাকে চিনতে পারেন নাকি? স্মৃতির পাতা হাতড়িয়ে দেখুন, ছেলেবেলায় গ্রামের বনে-বাদাড়ে, বাঁশঝাড়ে হয়তো দেখে থাকতে পারেন। পাখীটা কি সুন্দর তাই না। হঠাৎ করে এই পাখীটার কথা জিজ্ঞাসা করছি কেনো? বলছি দাড়ান। সেদিন IUCN (International Union for Conservation of Nature) এর Red-Listed প্রজাতির তালিকা দেখতে দেখতে কৌতুহল-বশে ইন্টারনেট এর মাধ্যমে পাখীটাকে দেখালম, আসলে অনেকদিন পরে পাখীটার ছবি দেখলাম। সাথে সাথে অভ্যাসমতো স্মৃতির-পাতায় হারিয়ে গেলাম।

ছেলেবেলায় টিফিনের পরে বন্ধুদের সাথে স্কুল ফাকি মারা আমার নিয়মিত অভ্যাস ছিলো। এই কারণে পিটুনি কিন্তু কম খাই নি। কিন্তু কি হবে, ছোড়দিদিমনির কথায়, কুকুরের লেজ কি আর টানলে সোজা হবে! যাহোক, স্কুল ফাকি দিয়ে আমরা বনে বনে ঘুরে বেড়াতাম, স্কুল-ব্যাগে লুকিয়ে রাখা গুলতি আর পোড়া-মাটির গুলি ছিলো আমাদের হাতিয়ার। পাখী দেখলেই গুলতি দিয়ে গুলি ছুড়েছি, কালে ভদ্রে একটা-দুটো ঘুঘুও মেরেছি, কিন্তু তার থেকে বড় আকর্ষণ ছিলো বকুল ফল, বৈচি, বুনো-গাব, কাচা আম, টক-কুল, এমনকি তেতুল, আরো কত কি। তেতুলের সাথে একটু লেবুর পাতা, লবন আর ঝাল- মনে হলে এখনো মুখে পানি আসে। আরেকটা ভয়ানক বীরত্বের কাজ ছিলো আমাদের। শেয়ালের গর্ত খুঁজে বের করে প্রতিটা মুখে একজন করে লাঠি নিয়ে দাড়াতাম, তারপর গর্তে ছুড়ে দেওয়া হতো একটার পর একটা জলন্ত শুখনো মরিচ। বেচারা শেয়াল একটু পরেই মহা-বিরক্ত হয়ে কাশতে কাশতে বের হয়ে আসতো, সাথে সাথে শুরু হতো আমাদের ছুটোছুটি। শেয়াল বেটা লাঠির ঘা যে-কটা খেলো তার থেকে আমাদের হাত-মুখ অনেক বেশি কাটাকুটি হতো, আর জামা-কাপড়ের কথা নাই-বা বললাম। তারপর বাসায় ফিরলে কি হতো মনে হয় বলে দেবার আর দরকার হয় না।

পাখীটার কথায় ফিরে আসি। বাংলা নাম জানি না, পাখীটাকে বলা হয় Firethroat (*Luscinia pectardens*), এদেরকে বাংলাদেশ, ভারত, মায়নমার, আর চীনের দক্ষিন পূর্বে দেখা যায়। কোন ইংরেজ বেটা এমন সুন্দর পাখীটার এমন বিদঘুটে নাম দিয়েছে আমি জানি না। এই ধরনের পাখী আমার সেই দুরন্ত ছেলেবেলায় বাঁশ-ঝাড়ে দেখেছি। রঙ্গিন পালকের লোভে গুলতি দিয়ে মারার চেষ্টাও করেছি। কিন্তু অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় পাখিগুলি বাঁশ-ঝড়ের কাচা-পাকা পাতার রঙের মাঝে হারিয়ে যেত। অনেক খোজাখুজি করলে পাতার ফাকে এক-ঝলকের জন্য হয়তো একটা শঙ্কিত চোখ দেখা যেতো। IUCN এর মতে এদের পপুলেশন ক্রমাগত কমে যাচ্ছে, বর্তমানে মাত্র ১০ থেকে ২০ হাজার পাখী দেখা যায়, তাও শুধু মাত্র চীনের সিচুয়ান

প্রদেশে। ধারণা করা যায় বাংলাদেশে এই পাখির পপুলেশন বিলীন হয়ে গিয়েছে। IUCN এর Red-list Category তে ২০০৮ সালে এই প্রজাতির পাখীকে 'Near Threatened' হিসাবে তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে।

ভাবছেন এই পাখির গল্প করার অর্থ কি, তাই না। যদি বলি এই পাখীটার বিলীন হয়ে যাওয়ার অবস্থার জন্য আমরা সবাই দায়ী তাহলে কিন্তু ভুল হবে না। IUCN এর বিজ্ঞানীদের মতে হেবিটাট ধ্বংশ আর শীতের আশ্রয় না পাবার কারণেই মূলত এই পাখীর প্রজাতি বিলীন হয়ে যাবার পথে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলি, আমার ছেলেবেলার খেলাঘর সেই সব বন-বাদারের জায়গায় এখন ঝক-ঝকে তক-তকে দালান কোঠা দাড়িয়ে আছে। যেখানে একদিন বিভিন্ন পশু-পাখীর বাসা ছিলো, সেখানে আজ মনুষ্য প্রজাতির সভ্যতার ছোয়া (নাকি বিষাক্ত ছোয়া), বলাই বাহুল্য, সেখানে মনুষ্য জাতির সুখ-শান্তি ছাড়া অন্য সব ধরনের বিবেচনাই মূল্যহীন।

প্রজাতি বিলীন হলে কি হবে, Ecology র সেই বিতর্ক অবতারণা করার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। আমি শুধু মনে করতে চাই, যে ধরণী আমাদেরকে বেচে থাকার স্থান দিয়েছে তাকে বিনিময়ে আমরা কি দিয়েছি। আমরা দিয়েছি কঠিন, তরল, বায়বীয় আর এখন নিউক্লিয়ার আবর্জনা। তাকে আমরা দিয়েছি সভ্যতার নামে ভয়াবহ নির্যাতন, নিপীড়ন। নিংড়ে নিয়েছি তার বুকের সম্পদ। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে প্রতিটি কর্মের একটা প্রতিক্রিয়া থাকে। বর্তমান সময়ের Climate Change বিজ্ঞানীদের তাই আমাদের সকলের ধন্যবাদ জানানো উচিত। তাদের জন্যই অনেক দেরি হয়ে যাবার আগেই আমরা জানতে পেরেছি ধরিত্রীর প্রতিঘাত কত ভয়ানক হতে পারে। টিভির পর্দায় আমরা হর-হামেশাই দেখি প্রকৃতির রোষের মুখে মানুষ কত অসহায়।

শুধু মাত্র ইকোনমি-ভিত্তিক চিন্তা-ভাবনায় বিভোর হয়ে আমরা নিজেদেরকে প্রকৃতি থেকে পৃথক করে ফেলেছি। আমরা সবাই ইগো-তাড়িত হয়ে অন্ধের মতো ছুটোছুটি করে চলেছি, আরো দামি গাড়ী হলে ভালো হতো, বাড়িটা কেমন ছোট-ছোট লাগে, সমাজে আরো একটু প্রতিষ্ঠা দরকার--আমাদের মূল্যবোধ সব এভাবেই জট পাকিয়ে গিয়েছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে আমাদের মুক্ত চিন্তা ভাবনার সব শক্তি এভাবেই গন্ডিবদ্ধ হয়ে স্থবির হয়ে গিয়েছে। কাউকে আমদের গন্ডির বাইরে চিন্তা করতে দেখলে তার কন্ঠ রোধ করতে আমাদের সমাজে হাতের অভাব হয় না। আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছি যে আমরা বিধাতার সৃষ্টি প্রকৃতিরই অংশ। কাউকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, প্রকৃতি কোথায়, আপনাকে সোজা জানালা দিয়ে বাইরের গাছপালা দেখিয়ে দেবে। অর্থাৎ প্রকৃতি তার চার-দেয়ালের বাইরে, সে নিজেকে প্রকৃতির কোনো অংশ মনেই করে না। কাজেই পরিবেশের সাথে বন্ধু সুলভ হওয়া ওই ব্যক্তিটির জন্য একটা তৃতীয় পক্ষের সাথে বন্ধুত্ব করার মতো। তার অবচেতন মনের কোনাতেও মনে হয়নি যে সে নিজেই ওই পরিবেশের মধ্যেই বাস করছে এবং ওই পরিবেশই তার বেচে থাকার অবলম্বন, পরিবেশ স্বাস্থকর না হলে তার নিজের স্বাস্থেরই হানি হবে।

পরিবেশবাদী হবার জন্য কিন্তু কাউকে পরিবেশবিদ হবার দরকার হয় না, দরকার হয় না সোলার চুলোতে খিচুড়ি রেধে খাবার অথবা কষ্টার্জিত পার্থিব সম্পত্তি পরিবেশবাদী NGO তে দান করে দেবার। দরকার শুধু একটা আন্তরিক এবং সংবেদনশীল মন। এই প্রসঙ্গে ডেভিড সুজুকি বলছেন,

"Follow your heart. Do what you love most and pursue it with passion. You see, environmentalism isn't a profession or discipline; it's a way of seeing our place in the world. It's recognizing that we live on a planet where everything, including us, is exclusively interconnected with and interdependent on everything else."

প্রথম বাক্যটার মূল্য একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যখ্যা করি। সেদিন সিডনির বাইরে গিয়েছিলাম সিডনি-বাসী যারা গাছ-পালা ভালোবসেন তাদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় বই Field Guide to the Native Plants of Sydney এর লেখক Les Robinson এর সাথে দেখা করতে। কথা প্রসঙ্গে জানলাম ভদ্রলোক মোটেই Botanist নন, উনি একজন প্রতিষ্ঠিত Lawyer এবং Management Consultant। গাছপালা আর প্রকৃতিকে ভালোবাসেন বলেই দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে তিনি উপরে উল্লেখিত উচ্চমার্গের Botany'র বইটি লিখে জনপ্রিয় হয়েছেন। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু একজন চোখের ডাক্তার, কিন্তু স্থানীয় পরিবেশবাদী হিসাবে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ আপনার নিজের ডানে-বায়ে তাকালেই দেখতে পারবেন।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রথম বিশ্বের বড়লোক দেশগুলি এবং তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র-নিপীড়িত দেশগুলি গ্লোবাল-পরিবেশ বিনষ্ট করার জন্য সমান ভাবে দায়ী। তবে একদিকে হলো চরম স্বার্থপরতা এবং উদাসীনতা আর অন্যদিকে হলো কোনো উপায় আর সামর্থ না থাকা। আপনি হয়তো জানেন না যে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া একমাত্র প্রথম বিশ্বের দেশ, যেখানে এখনো বিভিন্ন অজুহাতে প্রকৃতিক বন কেটে উজাড় করা চলছে। WWF (World Wildlife Fund)-Australia'র রিপোর্ট থেকে দেখা যায় ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত আইনসম্মত ভাবে ৬৩৯,৯৩০ হেক্টর বনভূমি শুধুমাত্র NSW 'তেই কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। বে-আইনি ভাবে কতটা জমির বনভূমি কাটা হয়েছে সে প্রসঙ্গে এই রিপোর্ট কিছু বলতে পারে নাই। ফলশ্রুতিতে ১০৪ মিলিয়ন সংখ্যক নেটিভ স্তন্যপায়ী জন্তু, পাখী আর সরীসৃপ মারা গিয়েছে অথবা মারা যাবে বলে ধারণা করা হয়েছে। এবার গ্লোবাল স্কেলে কি হচ্ছে শুনুন। এবারে প্রজাতি ভিত্তিক পরিসংখ্যান, IUCN এর মতে বর্তমান পৃথিবীতে ১৫, ৫৮৯ সংখ্যক প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। প্রফেসর নরম্যান মেয়ার্স এর মতে পৃথিবীর ৬৫ মিলিয়ন বছরের ইতিহাসে সর্বচ্চো সংখ্যক প্রজাতি বিলুপ্তি শুরু হয়েছে বর্তমান সময়ে, আশির দশকের শেষের দিক থেকেই প্রতিদিন ৫০টি করে প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে।

যতই আপসোস করিনা কেন, বাংলাদেশে অগ্নি-কণ্ঠ পাখী (নামটা মন্দ হোলোনা, কি বলেন !) আর হয়তো কোনদিন ফিরে আসবে না, যেমন আসে না অস্ট্রেলিয়ার Tasmanian Tiger। অস্ট্রেলিয়ান সরকার প্রতিবছর ৭ই সেপ্টেম্বর পালন করে Threatened Species Day, এই

দিনে হোবার্ট জু-তে ১৯৩৬ সালে সর্ব-শেষ Tasmanian Tiger টি মারা গিয়েছিলো। কিন্তু, বাংলাদেশে কোথায় কোন পাখির বিলুপ্তি হচ্ছে কে তার খবর রাখে ! ১৯৮৯ সালে নোবেল-প্রাইজ বিজয়ী দলাই লামা বলেছেনঃ

"We have the responsibility, as well as capability, to protect the Earth's habitats, its animals, plants, insects and even micro-organisms. If they are to be known by future generations, as we have known them, we must act now. Let us work together to preserve and safe guard our world."

আসুন না আমাদের ভাবনা-চিন্তার চিরাচরিত গন্ডির বাইরে একটু উকি-ঝুকি মারি, হয়তো ঝক-ঝকে মার্সেডিস গাড়ীটার থেকে গাছের ডালে বসে থাকা ছোট্ট পাখীটাকে আপনার ভালো লেগে যেতে পারে, রাস্তার পাশের সামান্য বুনো-ফুলটাকেই অপরূপ মনে হতে পারে। আর তাই যদি হয় তো হোক না, ক্ষতি কি, জীবনটাতো মাত্র একবারের !

Source of image - http://orientalbirdimages.org/search.php?Bird_ID=2579